যুগান্তর

তারিখ 08 JUL 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম

এমএম কলেজে আসামিদের নিয়ে ছাত্রলীগের কমিটি!

বিবাহিতদের রাখায় চৌগাছায় বিক্ষোভ

যশোর ব্যুরো

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) ছাত্র হত্যা মামলার আসামিকে সভাপতি ও শিক্ষক পেটানো মামলার আসামিকে সাধারণ সম্পাদক করে সরকারি এমএম কলেজ শাখা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে বিবাহিতদের নিয়ে চৌগাছা উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়। নিয়ম ভঙ্গ করে ছাত্রলীগের দুটি ইউনিটের কমিটি গঠন করায় ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে পড়েছেন যশোর জেলা কমিটির শীর্ষ নেতারা। কমিটি ঘোষণার পেছনে অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগও উঠেছে জেলা নেতাদের বিরুদ্ধে।

নেতাকর্মীরা জানান, সোমবার জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জেলা ছাত্রলীগের জরুরি সভা হয়। কোনো সম্মেলন ছাড়াই এ সভা থেকে যশোর সরকারি এমএম কলেজ ও চৌগাছা উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়। এমএম কলেজ ছাত্রলীগে সভাপতি পদ পেয়েছেন রওশন ইকবাল শাহী আর সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন তৌহিদুর রহমান তৌহিদ। সভাপতি রওশন যবিপ্রবির পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রিয়াদ হত্যা মামলার অন্যতম আসামি। সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ ২০১২ সালের ৩ জুন এমএম কলেজের গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোশাররফ হোসেনকে মারধর করে তার হাত ভেঙে দিয়েছিলেন। এ ঘটনায় থানায় মামলাও হয়। তৌহিদ বিবাহিতও। ফলে ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র লংঘন করে বিতর্কিত এ দু'জনকে সভাপতি ও সম্পাদক করায় কলেজ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

একই অবস্থা বিরাজ করছে চৌগাছায়ও। চৌগাছায় সভাপতি হয়েছেন ইব্রাহিম হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক শফিকুজ্জামান রাজু। সোমবার কমিটি গঠনের খবর পেয়ে সন্ধ্যায় চৌগাছায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন এর বিরোধীরা। ইতিমধ্যে বঞ্চিতরা রাজপথে বিক্ষোভে নেমেছেন। পদবঞ্চিতদের অভিযোগ, জেলা নেতারা কোনোরকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে অর্থ বাণিজ্যের মাধ্যমে এ কমিটি ঘোষণা করেছেন। ঈদের আগে টাকার লেনদেনে কমিটি হওয়ায় এটিকে 'ঈদ বাণিজ্যের কমিটি'ও বলছেন তারা। তাই গঠনতন্ত্র মেনে সম্মেলনের দাবিতে মাঠে নেমেছেন তারা।

পদবঞ্চিত একাধিক নেতা জানান, উপজেলা আওয়ামী লীগের এক শীর্ষ নেতার মন জয় করতে না পারায় দীর্ঘদিন আন্দোলন-সংগ্রামে মাঠে থাকলেও তাদের পদবঞ্চিত করা হয়। চৌগাছার বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান নান্নু জানান, জেলা নেতারা জরুরি সভার মাধ্যমে উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি ঘোষণা করেন। অথচ ওই সভা সম্পর্কে চৌগাছার কোনো নেতাকে জানানো হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, এভাবে কমিটি ঘোষণা হওয়ায় ছাত্রলীগের বড় একটি অংশ বঞ্চিত হয়েছে। ঘোষিত কমিটির সভাপতি ইব্রাহিম ও সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু আহম্মেদ বিবাহিত। গঠনতন্ত্র মেনে সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের জন্য তারা রাজপথে নেমেছেন।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বিপুল বলেন, যারা রাজপথে ছিল, তাদেরই ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আনা হয়েছে। কমিটিতে বিতর্কিত কাউকে ঠাঁই দেয়া হয়নি। তাই অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগও সঠিক নয়। এমএম কলেজ নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে তিনি জানান, ওই মামলা ষড়যন্ত্রমূলক।